রুখতে পারবে না

কেন এই লাঞ্চনা?
কেন দেশের বুক থেকে নির্বাসিত দেশের মেধা; অনন্যা নারী
কাপুরুষেরা পারবে কি ঢাকতে এ ব্যর্থতা?
কেন একটি পুরুষ-ও পারেনি দিতে তাকে পূর্ণতা?
চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিয়েছে যে নারী-
পুরুষ ভালোবাসতে জানে না
ভালোবাসা মানে তাদের কাছে নিছক দেqS L¡je¡
নারীর ছলনায় তারা যতটা ভুলে; ভালোবাসায় তারা ভুলে না
পুরুষ ভালোবাসা বুঝে না
সে নারীকে রুখবে কে ?

দিনের পর দিন , রাতের পর রাত অশ্রু আড়াল করে, প্রেম ভালবাসাu ভরিয়ে দিতে অপারগ ব্যর্থ পুরুষের কামনানন্দার্ঘ্যকে সাদরে বরণ করে নিয়ে,মনের যাতনার নিষ্পেষণ সয়ে;fø করে চলে নারী তার NiÙ j¡eh ¢nöz j¡aৃত্বের গুনেই জন্ম দেয় আরেক মানব শিশুর, যদিওবা সে মানব শিশুর জন্মের পেছনে পুরুষের বির্য্য স্খলণে নারী দেহ সম্ভোগের আগ্রহ ছাড়া আর কোন মহৎ উদ্দেশ্য-ই থাকে না। এমন কি স্বামী স্ত্রীর স্বাভাবিক মিলনেও নারীকে অতৃপ্ত রেখে বছরের পর বছর স্ত্রী দেহ সম্ভোগ করে চলে বীk ØMmZL¡l£ abj¡L¢ba Bcn ü¡j£hl। তার পর ও তাদের এই বীর্য স্খলন কে আদর্শ কাজ হিসেবে স্বীকৃতি দিয়ে স্বামীবরটিকে রাখা হয় ঘরের মাথা করে, পিতৃত্বের আসনে আসীন করে তাকে দেয়া হয় অপরিহার্য স্থান।কে জানে নইলে হয়তো সমাজের সকল পুরুষই এই শিশু জন্মকে আপদ হিসেবেই গণ্য করতো!হয়তো বাঁচতে দিতো না ভ্রূণ।গর্ভকালীণ অনেক ক'টা দিন আর প্রসব শেষে বেশ কয়েকটা দিন স্ত্রী সম্ভোগ করতে না পেরে কি বহুগামী হয় না কোন কোন পুরুষ? সরাসরি কুকাজে লিপ্ত হওয়ার সাহস ও সুযোগ না পেলেও চোখের সম্ভোগ, চিন্তার সম্ভোগে কি চলে না তাদের অবাধ ব্যভিচার? তার পর মুখ মুR আবার হয়ে পড়েন a¡l¡ Bcn ü¡j£,a¡C eu ¢L? HC e¡l£l¡ k¢c স্বামীদের চরিত্র স্খলণের দোষকে ক্ষমা না করে তাদের বিবাহ বিচ্ছেদ ঘটাতো, টিকে থাকতো কি একটি J 0l? HL¢V pwp¡l J? নাহ্ , টিকে থাকতো না ।

কত মদ্যপ, দুশ্চরিত্র আর ব্যভিচারী পুরুষের কালিমা ধুয়ে নারী-ই পুরুষকে করে তুলে সুস্থ, স্বাভাবিক,কর্মোদ্যমী। বারংবার তাদের ভুল ক্ষমা করে নারী-ই কাপুরুষকে করে তুলে পুরুষ- আশ্বাসে, বিশ্বাসে, প্রেমে, সোহাগে, মৌ মাধুরীতে সিক্ত করে। যে নারী আশ্রয় দেয় কোমল ঠিকানায় সেই নারীর আশ্রয় পেয়ে পুরুষ যখন ভুলতে পারে দুষ্টু নারীর দেয়া Rme¡l k¡ae¡, aMe বেমালুম তারা ভুলে যায় মহিমাময়ী সেই নারীর অবদান । আবারও ছলনাময়ী নারীর মন জয়ের নেশায় প্রলুব্ধ হয় পুরুষ। নারীর ছলনার জলে হাবুডুবু খেয়ে ধন্য মনে করে নিজেকে। আরেকবার চোখের দেখায় দেখতে মন উচাটন হয়, মায়াবিণী হাসির ফাঁদে পড়ে পুরুষ সপে দিতে চায় তার সকল পৌরষ। মায়ার ছলনায় হেরে গিয়ে ছলনাময়ীকে ডাকে 'দেবী' বলে। তার পায়ের কাছে সৌপর্দ করে তার আলগা করা সকল বাঁধন। ভেঙে Q¡l-চুর হয়ে যায় পুরুষের সকল অহং। যে নারী পুরুষকে আঘাত দিয়ে দূরে সরিয়ে দিতে পারে; তাকে স্মরণে রাখে পুরুষ আজীবন। 'ভালোবাসি' বলে চিৎকার করে ডুকরে কাঁদে, বিড়বিড় করে h¡lwh¡l

বলে উঠে,"*কেন বুঝলেনা, আমি আমার সকল ঐশ্বর্য্য তোমাকেই উজাড় করে দিতে চেয়েছিলাম, আমি তোমারই ভালোবাসা চাই, তোমাকেই ভালোবেসেছিলাjz'* ছলনাময়ী নারীর এই ছলনা আর দেয়া আঘাতকেই- *না পারে সইতে, না পারে কইতে* অবস্থার মত বুকে বয়ে নিয়ে কখনো হয় ব্যথার নীল পাহাড়, কখনো মদ্যপ,কখনো ড্রাগ এডিক্ট, আর কখোনোবা হয় পতিতালয়গামী। Bl e¡l£ "j¡" qu বলেই সয়ে নেয় অনেক Aa£Q¡l,AÒhQ¡l-সন্তানকে চোখের আড়াল করতে চায় না বলেই,সন্তানের অমঙ্গল চায় না বলেই, সন্তানের S£বনে তার পিতৃ পরিচয় গুরুত্বপূর্ণ বলেই । আর এই মেনে নেয়া , এই সহ্য করে নেয়াকে পুর¦o e¡l£l cর্বলতা ভেবে ভুল করে । নারীর মাতৃত্বের এই মহত্বকে পুরুষ মূল্যায়ন না করে বরং দূর্বলতা ভেবে নেয় বলেই সমাজে প্রয়োজন এক একজন নারী উদাহরণ; যে কি না তার নারীত্বের স্বাভাবিক রূপ আর মাধূর্য্যকে গুরুত্ব দিতে গিয়ে পুরুষ জাতির কাছে পরাভূত করেনা নিজেকেz ইচ্ছে করেই সে ‘মা’ হতে চায় e¡, j¡ qu e¡zসন্তানের ভালাই দেখতে গিয়ে মুখ বুজে সহ্য করে নেয় না স্বামী , সংসার আর সমাজের সকল অন্যায় আর অবিচার zসমগ্র জীবনের বাঁধনের নামে পুরুষের দেয়া মিথ্যে প্রহসণে জড়ায় না a¡l দেহ-jez

আর যে নারী বুঝতে পারে পুরুষের এই সকল দূর্বল দিক, তাকে পরাস্থ করতে উঠে পড়ে লাগে HC বলে যে, ‘নাহ্ , কোনভাবেই নিজের দূর্বলতা প্রকাশ করা চলবে না, রুখ এই নারীকে , বের করে দাও একে দেশ থেকে,একে আঘাতে আঘাতে দূর্বল করে নি:শেষ করে দাও--- তবু ও তো আপাত: বাহিরে আমাদের পুরুষের পৌরষ তো টিকে থাক!’

কিন্ত ওরা জানে না । সব নারীকে ধর্ষণের ভয় দেখিয়ে দূর্বল করা যায় না। মৃত্যুর ভয় দেখিয়েও নয় ।চরিত্রের দূর্ণাম ছড়িয়ে দেয়ার ভয়েও টলেনা সব নারী । নারীর আরেক রূপ ওদের জানা নেই । নারীর মাতৃত্বের সেই সর্বোচ্চ আসনে দাঁড়িয়ে কোনও নারী যদি আঙুল তুলে পুরুষকে শাসায়- পুরুষ সেখানে কেবলই অবোধ শিশু। বির্যাধারের বির্য্য সেখানে খেলা করেনা z শিশ্ন সেখানে হয়ে উঠেনা ধাতব শিশ্নz উদ্ধত তলোয়ারকে খাপ মুক্ত করতে জানে যে নারী, সে নারী-ই আবার জানে শাণিত সে তলোয়ারকে পরাস্থ করে কি ভাবে ঢুকাতে হয় তলোয়ারের খাপেz

একবার জেগে উঠো সব ধর্ষিতা নারী; চিন্তায়,কথায়, লেখার ভাষায়,সংলাপে, শিশ্ন প্রদর্শনে তোমাদের kারা ধর্ষণ করেছে কিংবা দেখিয়েছে ধর্ষণের বিভিfoL¡- জানিয়ে দাও তুমি শুধুই "j¡"z পুরুষের কাছে তোমার হেরে যাওয়া শুধুই ‘মা’হতে চাওয়ার অee£ ¢nÒf poj¡u z e¡l£- a¡j ¢nÒf£! HL Af l¢f p¼ঙরের সৃজনে তোমার এ ত্যাগ,ধৈর্য্য;আমাদের অস্তিত্বের ঠিকানা এ বিরাট পৃথিবীকে তুলনা করেছে তোমার নামে নামে - ‘বসুন্ধরা বলে’।

কোনো পুরুষের মন কিংবা প্রেম ভালোবাসার প্রত্যাশায় তুমি আর প্রত্যাশী থেকো না z

- p'¡¢lZ£